c_gAvtjv, ১৫ মার্চ ২০২৩

যুক্তরাষ্ট্রের মতো ব্যাংক বন্ধের পরিস্থিতি হয়নি: মসিউর রহমান

বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোতে আর্থিক খাতে দুর্বলতা থাকলেও ব্যাংক বন্ধ করার পরিস্থিতি হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতিবিষয়ক উপদেষ্টা মসিউর রহমান। আজ বুধবার দুপুরে রাজধানীর বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজে (বিআইআইএসএস) এক সেমিনারের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এ অভিমত দেন।

যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি তিন দিনের মাথায় অন্তত দুটি ব্যাংক বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশে এ ধরনের পরিস্থিতির আশঙ্কা আছে কি না, জানতে চাইলে মসিউর রহমান বলেন, ‘যেটা ফেল করেছে, এটা একটা সত্য ঘটনা। যেটা ফেল করেনি, তার দুর্বলতা থাকতে পারে। আমাদের ব্যাংকের আর্থিক খাতের দুর্বলতা থাকতে পারে, কিন্তু সেই দুর্বলতা এখনো সেই পর্যায়ে পৌঁছায়নি।’

রিজার্ভের পরিমাণ সম্পর্কে জানতে চাইলে মসিউর রহমান বলেন, ‘রিজার্ভটাকে দেখতে হবে, আমদানির জন্য কত ব্যয় হবে তার একটা প্রজেক্টর। রপ্তানি থেকে রেমিট্যান্স কত আয় করতে পারব, সেটা দেখতে হবে।’

আয়- ব্যয়ের সম্পর্ককে বিবেচনায় নিলে রিজার্ভ কত হবে, জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘বিনিময় হারটা একটা সহনশীল স্থিতিশীল পর্যায়ে রাখতে হবে। সে জন্য রিজার্ভ খুব বেশি নেমে যাওয়া ঠিক না, আবার খুব বেশি রাখাও ঠিক না। আবার সোর্স ব্যবহার না করে রেখে দেবেন, দুটোর কোনোটাই ঠিক না। তবে এ সংখ্যাটা অর্থনীতির অবস্থার সঙ্গে কিছু কমবেশি হয়।’

বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের জন্য পরিবেশ কতটা সহায়ক, জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, সেটা নির্ভর করবে কোন ধরনের পণ্য উৎপাদন করতে চায় তার ওপর। যেমন বাংলাদেশে যদি কেউ বৈদ্যুতিক গাড়ি খাতে বিনিয়োগ করতে চায়, তাহলে সেই সুযোগ সে পেতেও পারে। কিন্তু দেখতে হবে এটাতে বিনিয়োগ করার মতো বাস্তবতা আছে কি না। কারণ, বাংলাদেশে উচ্চপ্রযুক্তির পণ্যের বাজারটা খুব ছোট। আবার রপ্তানি করতে গেলে বৈশ্বিক বাজারে তাকে প্রতিযোগিতা করতে হবে। অতএব একদিক থেকে বিনিয়োগ পরিবেশ আছে, আবার নেই।

মসিউর রহমান বলেন, যদি কেউ শিল্প বা ব্যবসা- বাণিজ্য করে সম্পদ তৈরি করে, তাহলে সে সম্পদের বিনিয়োগের সুযোগ থাকতে হবে। যদি আমদানি- রপ্তানি ব্যবসায় সম্পদ আহরণ করে, তাহলে মূল্য সঠিক রাখার জন্য আমাদের এক্সচেঞ্জ রেট যেটা আছে, বিনিময় হারটা স্থিতিশীল কিন্তু বাস্তবসম্মত রাখতে হবে।

এর আগে তিনি বিস আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। বিআইআইএসএস আয়োজিত ‘গিগ ইকোনমি অ্যান্ড বাংলাদেশ: অপরচুনিটিজ, চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড’ শীর্ষক সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন পলিসি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) চেয়ারম্যান জায়েদি সাত্তার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শেখ পাশা হাবিব উদ্দিন।

https://www.prothomalo.com/bangladesh/6hkpb0uwbc

AviwUwf evsjv, 15 gvP 2023

প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতিবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের মতো ব্যাংক বন্ধ করে দেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছায়নি বাংলাদেশ।

বুধবার (১৫ মার্চ) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটিজিক স্টাডিজে (বিআইআইএসএস) ‘গিগ ইকোনোমি অ্যান্ড বাংলাদেশ : অপরচুনিটিজ, চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড’ শীর্ষক এক সেমিনার শেষে তিনি এ কথা বলেন।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ড. মশিউর রহমান বলেন, তিন দিনের মাথায় যুক্তরাষ্ট্রের দুটি ব্যাংক বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের ব্যাংকের আর্থিক খাতের দুর্বলতা থাকতে পারে, কিন্তু সেই দুর্বলতা এখনও সেই পর্যায় পৌঁছেনি যে ব্যাংক বন্ধ করতে হবে।

রিজার্ভের পরিমাণ সম্পর্কে সাংবাদিকদের আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমদানির জন্য কত ব্যয় হবে তার একটা প্রজেক্টর হিসেবে রিজার্ভটাকে দেখতে হবে। রপ্তানি থেকে রেমিট্যান্স কত আয় করতে পারবে সেটাও দেখতে হবে। আয়- ব্যয়ের সম্পর্ককে লক্ষ্য করে নির্ভর করে রিজার্ভ কত হবে। বিনিময় হারটা একটা সহনশীল স্থিতিশীল পর্যায়ে রাখতে হবে। সে জন্য রিজার্ভটা খুব বেশি নেমে যাওয়া ঠিক না। আবার খুব বেশি রাখাও ঠিক নয়। সোর্স ব্যবহার না করে রেখে দেবেন, দুটোর কোনোটাই ঠিক না। তবে এ সংখ্যাটা অর্থনীতির অবস্থার সঙ্গে কিছু কম বেশি হয়।

পলিসি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) চেয়ারম্যান ড. জাইদি সাত্তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শেখ পাশা হাবিব উদ্দিন।

https://www.rtvonline.com/bangladesh/215990/ব্যাংক-বন্ধ-করে-দেওয়ার-পর্যায়ে-আসেনি-বাংলাদেশ’

mgq wbDR wUwf, 15 gvP 2023

মশিউর রহমান

বাংলাদেশে ব্যাংক বন্ধ করে দেয়ার মতো পরিস্থিতি হয়নি

বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোতে আর্থিক খাতে দুর্বলতা থাকলেও ব্যাংক বন্ধ করার পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতিবিষয়ক উপদেষ্টা মশিউর রহমান।

বুধবার (১৫ মার্চ) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজে (বিআইআইএসএস) গিগ ইকোনমি অ্যান্ড বাংলাদেশ: অপরচুনিটিজ, চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড শীর্ষক সেমিনার শেষে এ কথা জানান তিনি।

মশিউর রহমান বলেন, তিন দিনের মাথায় যুক্তরাষ্ট্রের দুটি ব্যাংক বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের ব্যাংকের আর্থিক খাতের দুর্বলতা থাকতে পারে, তবে সেই দুর্বলতা এখনও ব্যাংক বন্ধের পর্যায়ে পৌঁছায়নি।

আরও পড়ুন: বিমার গ্রাহকদের টাকা সরিয়ে নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে না

এ সময় রিজার্ভের পরিমাণ সম্পর্কে তিনি বলেন, আমদানির জন্য কত ব্যয় হবে তার একটা প্রজেক্টর হিসেবে রিজার্ভটাকে দেখতে হবে। রফতানি থেকে রেমিট্যান্স কত আয় করতে পারবে সেটাও দেখতে হবে।

বিনিময় হার স্থিতিশীল পর্যায়ে রাখতে হবে জানিয়ে তিনি আরও বলেন, এ জন্য রিজার্ভটা খুব বেশি নেমে যাওয়া ঠিক না। আবার খুব বেশি রাখাও ঠিক নয়। সোর্স ব্যবহার না করে রেখে দেবেন, দুটোর কোনোটাই ঠিক না। তবে এ সংখ্যাটা অর্থনীতির অবস্থার সঙ্গে কিছু কমবেশি হয়।

মশিউর রহমান বলেন, 'যদি কেউ শিল্প বা ব্যবসা-বাণিজ্য করে সম্পদ তৈরি করে, তাহলে সে সম্পদের বিনিয়োগের সুযোগ থাকতে হবে। আর যদি আমদানি-রফতানি ব্যবসায় সম্পদ আহরণ করে, তাহলে মূল্য সঠিক রাখার জন্য আমাদের এক্সচেঞ্জ রেট বা বিনিময় হার স্থিতিশীল ও বাস্তবসম্মত রাখতে হবে।'

সেমিনারে আরও উপস্থিত ছিলেন পলিসি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) চেয়ারম্যান জায়েদি সাত্তার, বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শেখ পাশা হাবিব উদ্দিন প্রমুখ।

https://www.somoynews.tv/news/2023-03-15/বাংলাদেশে-ব্যাংক-বন্ধ-করে-দেয়ার-মতো-পরিস্থিতি-হয়নি

XvKv †cv÷, 15 gvP 2023

যুক্তরাষ্ট্রের মতো ব্যাংক বন্ধ করে দেওয়ার পর্যায়ে আসেনি বাংলাদেশ

বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোতে আর্থিক খাতের দুর্বলতা থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের মতো ব্যাংক বন্ধ করে দেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছায়নি বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী অর্থনীতিবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান।

বুধবার (১৫ মার্চ) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটিজিক স্টাডিজে (বিআইআইএসএস) এক সেমিনার শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।

তিনদিনের মাথায় দুটি ব্যাংক বন্ধ ঘোষণা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশে এ ধরনের কোনো শঙ্কা ও বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মশিউর রহমানের কাছে জানতে চান সাংবাদিকরা। জবাবে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, যেটা ফেল করেছে, এটা একটা সত্য ঘটনা। যেটা ফেল করেনি তার দুর্বলতা থাকতে পারে। আমাদের ব্যাংকের আর্থিক খাতের দুর্বলতা থাকতে পারে, কিন্তু সেই দুর্বলতা এখনও সেই পর্যায় পৌঁছেনি।

রিজার্ভের পরিমাণ সম্পর্কে জানতে চাইলে মশিউর রহমান বলেন, রিজার্ভটাকে দেখতে হবে, আমদানির জন্য কত ব্যয় হবে তার একটা প্রজেক্টর। রপ্তানি থেকে রেমিট্যান্স কত আয় করতে পারব সেটা দেখতে হবে। আয়-ব্যয়ের সম্পর্ককে লক্ষ্য করে নির্ভর করে রিজার্ভ কত হবে।

তিনি বলেন, বিনিময় হারটা একটা সহনশীল স্থিতিশীল পর্যায়ে রাখতে হবে। সেজন্য রিজার্ভটা খুব বেশি নেমে যাওয়া ঠিক না আবার খুব বেশি রাখাও ঠিক না। আবার সোর্স ব্যবহার না করে রেখে দেবেন, দুটোর কোনোটাই ঠিক না। তবে এ সংখ্যাটা অর্থনীতির অবস্থার সঙ্গে কিছু কম বেশি হয়।

দেশে বিনিয়োগের পরিবেশ নিয়ে আরেক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন,   বিনিয়োগের জন্য ব্যবস্থা আছে এবং ব্যবস্থা নেই। এটা নির্ভর করে কী পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে চাওয়ার ওপর। যদি বাংলাদেশে কেউ মনে করে ইলেকট্রিক গাড়িতে বিনিয়োগ করার মতো তার ক্ষমতা আছে অথবা সে সুযোগ সে পেয়েছে, কিন্তু এটাতে বিনিয়োগ করার মতো যথেষ্ঠ সুযোগ নেই। কারণ বাংলাদেশে উঁচু প্রযুক্তির পণ্যের বাজারটা খুব ছোট। বাইরে পাঠাতে গেলে অন্যদের সঙ্গে কমপিট (প্রতিযোগিতা) করতে হবে। অতএব এটা আছে,   এটা নেই।

মশিউর রহমান বলেন,   যদি কেউ শিল্প বা ব্যবসা- বাণিজ্য করে সম্পদ তৈরি করে তাহলে সে সম্পদের বিনিয়োগের সুযোগ থাকতে হবে। যদি আমদানি- রপ্তানি ব্যবসায় সম্পদ আহরণ করে তাহলে মূল্য সঠিক রাখার জন্য আমাদের এক্সচেঞ্জ রেট যেটা আছে,   বিনিময় হারটা স্থিতিশীল কিন্তু বাস্তবসম্মত রাখতে হবে।

বিআইআইএসএসের ‘গিগ ইকোনোমি অ্যান্ড বাংলাদেশ : অপরচুনিটিজ,   চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড’ শীর্ষক সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন পলিসি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) চেয়ারম্যান ড. জাইদি সাত্তার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শেখ পাশা হাবিব উদ্দিন।

https://www.dhakapost.com/national/180097

XvKv UvBgm, 16 gvP 2023

গিগ ইকোনমিতে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি নানা চ্যালেঞ্জও আছে: মশিউর রহমান

চিরাচরিত কর্মসংস্থানের উপর চতুর্থ শিল্প বিপ্লব গভীর প্রভাব ফেলেছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান। তিনি বলেছেন, ‘গিগ ইকোনমির মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি নানা চ্যালেঞ্জও মোকাবিলা করতে হবে। গিগ ইকোনমি বা শেয়ারড অর্থনীতি ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ নতুন কর্মসংস্থানের পথ দেখাবে।’

বুধবার দুপুরে ঢাকায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজে (বিআইআইএসএস) আয়োজিত ‘গিগ ইকোনোমি অ্যান্ড বাংলাদেশ: অপরচ্যুনিটিজ, চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে এসব কথা বলেন ড. মশিউর রহমান। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নেরও জবাব দেন তিনি।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে তিন দিনে দুটি ব্যাংক বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশেও এ ধরনের কোনো শঙ্কা আছে কি না- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোতে আর্থিক খাতের দুর্বলতা থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের মতো ব্যাংক বন্ধ করে দেওয়ার পর্যায়ে এখনো পৌঁছায়নি।’

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্যে বিআইআইএসএস- এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শেখ পাশা হাবিব উদ্দিন বলেন, ‘কাজের ধরণ ও সহজ উপায়ে কাজ করার কারণে গিগ ইকোনমির গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। গিগ ইকোনমিতে দূরবর্তী কাজের উত্থান হয়েছে। প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সহজ হয়েছে।’

বিআইআইএসএস মহাপরিচালক আশা করেন, ‘অধিক জনসংখ্যার চাপ ও বেকারত্বের মাঝে গিগ ইকোনমি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণ ও সহায়ক সেবার মান উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এছাড়া চাকরির ব্যবস্থাও নিশ্চিত করবে।’

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পলিসি গবেষণা ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান ড. জাইদি সাত্তার। সেখানে মোট তিনটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। ‘মার্কেট ক্যারেক্টারিসটিকস, গ্রোথ অ্যান্ড কন্ট্রিবিউশনস অব দ্য গিগ ইকোনমি’ নামে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিআইআইএসএস- এর গবেষণা পরিচালক ড. মাহফুজ কবির।

সার্ভিসেস আউটসোর্সিং চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড অপরচ্যুনিটিজ’ নামে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কন্টাক্ট সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বিএসিসিও)- এর সভাপতি ওয়াহিদ শরীফ। ‘এক্সপার্ট অব আইটি- এনাবল সার্ভিসেস, স্কিলস অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড’ নামে অন্য প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন এপেক্স ডিএমআইটি লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও মাইক কাজী।

সেমিনারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিদেশি দূতাবাসের প্রতিনিধি, ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা, সাবেক কূটনীতিক, বিভিন্ন সরকারি- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক- শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি ও ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। মুক্ত আলোচনায় তারা তাদের মতামত ও পরামর্শ দিয়ে সেমিনারকে সমৃদ্ধ করেন।

https://www.dhakatimes24.com/2023/03/15/302513

wbDR wR UBw›U‡dvi, 15 gvP 2023

ব্যাংক বন্ধ করে দেয়ার মতো পরিস্থিতি বাংলাদেশে হয়নি

ঢাকা: যুক্তরাষ্ট্রের মতো ব্যাংক বন্ধ করে দেয়ার পর্যায়ে বাংলাদেশ পৌঁছেনি বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতিবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান।

বুধবার (১৫ মার্চ) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটিজিক স্টাডিজে (বিআইআইএসএস) ‘গিগ ইকোনোমি অ্যান্ড বাংলাদেশ : অপরচুনিটিজ, চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড’ শীর্ষক এক সেমিনার শেষে তিনি এ কথা বলেন।

ড. মশিউর রহমান সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, তিন দিনের মাথায় যুক্তরাষ্ট্রের দুটি ব্যাংক বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের ব্যাংকের আর্থিক খাতের দুর্বলতা থাকতে পারে, কিন্তু সেই দুর্বলতা এখনও সেই পর্যায় পৌঁছেনি যে ব্যাংক বন্ধ করতে হবে।

রিজার্ভের পরিমাণ সম্পর্কে তিনি বলেন, আমদানির জন্য কত ব্যয় হবে তার একটা প্রজেক্টর হিসেবে রিজার্ভটাকে দেখতে হবে। রপ্তানি থেকে রেমিট্যান্স কত আয় করতে পারবে সেটাও দেখতে হবে। আয়- ব্যয়ের সম্পর্ককে লক্ষ্য করে নির্ভর করে রিজার্ভ কত হবে। বিনিময় হারটা একটা সহনশীল স্থিতিশীল পর্যায়ে রাখতে হবে। সে জন্য রিজার্ভটা খুব বেশি নেমে যাওয়া ঠিক না। আবার খুব বেশি রাখাও ঠিক নয়। সোর্স ব্যবহার না করে রেখে দেবেন, দুটোর কোনোটাই ঠিক না। তবে এ সংখ্যাটা অর্থনীতির অবস্থার সঙ্গে কিছু কম বেশি হয়।

পলিসি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) চেয়ারম্যান ড. জাইদি সাত্তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শেখ পাশা হাবিব উদ্দিন।

https://www.newsg24.com/economy-news/12093/

msev`, 15 gvP 2023

যুক্তরাষ্ট্রের মতো ব্যাংক বন্ধ করে দেয়ার পর্যায়ে আসেনি বাংলাদেশ : মশিউর রহমান

বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোতে আর্থিক খাতের দুর্বলতা থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের মতো ব্যাংক বন্ধ করে দেয়ার পর্যায়ে পৌঁছায়নি বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী অর্থনীতিবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান। গতকাল বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটিজিক স্টাডিজে (বিআইআইএসএস) এক সেমিনার শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।

তিন দিনের মাথায় দুটি ব্যাংক বন্ধ ঘোষণা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশে এ ধরনের কোন শঙ্কা ও বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মশিউর রহমানের কাছে জানতে চান সাংবাদিকরা। জবাবে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, 'যেটা ফেল করেছে, এটা একটা সত্য ঘটনা। যেটা ফেল করেনি তার দুর্বলতা থাকতে পারে। আমাদের ব্যাংকের আর্থিক খাতের দুর্বলতা থাকতে পারে, কিন্তু সেই দুর্বলতা এখনও সেই পর্যায় পৌঁছেনি।'

রিজার্ভের পরিমাণ সম্পর্কে জানতে চাইলে মশিউর রহমান বলেন, 'রিজার্ভটাকে দেখতে হবে, আমদানির জন্য কতো ব্যয় হবে তার একটা প্রজেক্টর। রপ্তানি থেকে রেমিট্যান্স কতো আয় করতে পারব সেটা দেখতে হবে। আয়-ব্যয়ের সম্পর্ককে লক্ষ্য করে নির্ভর করে রিজার্ভ কত হবে। বিনিময় হারটা একটা সহনশীল স্থিতিশীল পর্যায়ে রাখতে হবে। সেজন্য রিজার্ভটা খুব বেশি নেমে যাওয়া ঠিক না আবার খুব বেশি রাখাও ঠিক না। আবার সোর্স ব্যবহার না করে রেখে দেবেন, দুটোর কোনোটাই ঠিক না। তবে এ সংখ্যাটা অর্থনীতির অবস্থার সঙ্গে কিছু কম বেশি হয়।'

দেশে বিনিয়োগের পরিবেশ নিয়ে আরেক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, 'বিনিয়োগের জন্য ব্যবস্থা আছে এবং ব্যবস্থা নেই। এটা নির্ভর করে কী পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে চাওয়ার ওপর। যদি বাংলাদেশে কেউ মনে করে ইলেকট্রিক গাড়িতে বিনিয়োগ করার মতো তার ক্ষমতা আছে অথবা সে সুযোগ সে পেয়েছে, কিন্তু এটাতে বিনিয়োগ করার মতো যথেষ্ঠ সুযোগ নেই।

কারণ বাংলাদেশে উঁচু প্রযুক্তির পণ্যের বাজারটা খুব ছোট। বাইরে পাঠাতে গেলে অন্যদের সঙ্গে কমপিট (প্রতিযোগিতা) করতে হবে। অতএব এটা আছে, এটা নেই।'
মশিউর রহমান বলেন, 'যদি কেউ শিল্প বা ব্যবসা-বাণিজ্য করে সম্পদ তৈরি করে তাহলে সে সম্পদের বিনিয়োগের সুযোগ থাকতে হবে। যদি আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় সম্পদ আহরণ করে তাহলে মূল্য সঠিক রাখার জন্য আমাদের এক্সচেঞ্জ রেট যেটা আছে, বিনিময় হারটা স্থিতিশীল কিন্তু বাস্তবসম্মত রাখতে হবে।'

বিআইআইএসএসের 'গিগ ইকোনোমি অ্যান্ড বাংলাদেশ : অপরচুনিটিজ, চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড' শীর্ষক সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন পলিসি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) চেয়ারম্যান ড. জাইদি সাত্তার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শেখ পাশা হাবিব উদ্দিন।

https://sangbad.net.bd/news/business/90288/

BbwK jve, 16 gvP 2023

যুক্তরাষ্ট্রের মতো ব্যাংক বন্ধের পরিস্থিতি বাংলাদেশে হয়নি : ড. মসিউর রহমান

বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোতে আর্থিক খাতে দুর্বলতা থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের মতো ব্যাংক বন্ধ করার পরিস্থিতি এখনো বাংলাদেশে হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতিবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান। গতকাল বুধবার রাজধানীর বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজে (বিআইআইএসএস) এক সেমিনারের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এ অভিমত দেন।

যুক্তরাষ্ট্রে স¤প্রতি তিন দিনের মাথায় অন্তত দুটি ব্যাংক বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশে এ ধরনের পরিস্থিতির আশঙ্কা আছে কি না, জানতে চাইলে মসিউর রহমান বলেন, যেটা ফেল করেছে, এটা একটা সত্য ঘটনা। যেটা ফেল করেনি, তার দুর্বলতা থাকতে পারে। আমাদের ব্যাংকের আর্থিক খাতের দুর্বলতা থাকতে পারে, কিন্তু সেই দুর্বলতা এখনো সেই পর্যায়ে পৌঁছায়নি।

রিজার্ভের পরিমাণ সম্পর্কে জানতে চাইলে ড. মসিউর রহমান বলেন, রিজার্ভটাকে দেখতে হবে, আমদানির জন্য কত ব্যয় হবে তার একটা প্রজেক্টর। রপ্তানি থেকে রেমিট্যান্স কত আয় করতে পারব, সেটা দেখতে হবে। আয়- ব্যয়ের সম্পর্ককে বিবেচনায় নিলে রিজার্ভ কত হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিনিময় হারটা একটা সহনশীল স্থিতিশীল পর্যায়ে রাখতে হবে। সে জন্য রিজার্ভ খুব বেশি নেমে যাওয়া ঠিক না, আবার খুব বেশি রাখাও ঠিক না। আবার সোর্স ব্যবহার না করে রেখে দেবেন, দুটোর কোনোটাই ঠিক না। তবে এ সংখ্যাটা অর্থনীতির অবস্থার সঙ্গে কিছু কমবেশি হয়।

বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের জন্য পরিবেশ কতটা সহায়ক জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, সেটা নির্ভর করবে কোন ধরনের পণ্য উৎপাদন করতে চায় তার ওপর। যেমন বাংলাদেশে যদি কেউ বৈদ্যুতিক গাড়ি খাতে বিনিয়োগ করতে চায়, তাহলে সেই সুযোগ সে পেতেও পারে। কিন্তু দেখতে হবে এটাতে বিনিয়োগ করার মতো বাস্তবতা আছে কি না। কারণ, বাংলাদেশে উচ্চপ্রযুক্তির পণ্যের বাজারটা খুব ছোট। আবার রপ্তানি করতে গেলে বৈশ্বিক বাজারে তাকে প্রতিযোগিতা করতে হবে। অতএব একদিক থেকে বিনিয়োগ পরিবেশ আছে, আবার নেই।

ড. মসিউর রহমান বলেন, যদি কেউ শিল্প বা ব্যবসা- বাণিজ্য করে সম্পদ তৈরি করে, তাহলে সে সম্পদের বিনিয়োগের সুযোগ থাকতে হবে। যদি আমদানি- রপ্তানি ব্যবসায় সম্পদ আহরণ করে, তাহলে মূল্য সঠিক রাখার জন্য আমাদের এক্সচেঞ্জ রেট যেটা আছে, বিনিময় হারটা স্থিতিশীল কিন্তু বাস্তবসম্মত রাখতে হবে। এর আগে তিনি বিস আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন। বিআইআইএসএস আয়োজিত ‘গিগ ইকোনমি অ্যান্ড বাংলাদেশ: অপরচুনিটিজ, চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড’ শীর্ষক সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন পলিসি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) চেয়ারম্যান জায়েদি সাত্তার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শেখ পাশা হাবিব উদ্দিন।

https://www.dailyinqilab.com/national/article/562430